ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচ্যকলা বিভাগ

সিলেবাস

সেশন ঃ ২০১৩-২০১৪

প্রাচ্যকলা বিভাগ

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে মাত্র তিনটি বিভাগ নিয়ে কোলকাতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে চারুকলা অনুষদ (সাবেক চারুকলা ইনস্টিটিউট) যাত্রা শুরু করে। এরপর ১৯৫৫ সালে কতিপয় উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাচ্যকলা বিভাগ। শিল্পকলা চর্চার মাধ্যমে আমাদের নিজস্ব শিল্পধারাকে বহমান রাখাই প্রাচ্যকলা বিভাগের লক্ষ্য। পশ্চিমা শিল্প ধারার অনুপ্রবেশ রোধে কোলকাতায় তৎকালে যে বেঙ্গল স্কুলের জন্ম হয়েছিল সেই স্কুলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুসরণ করে প্রাচ্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা ১৯৫৫ সাল থেকে সাফল্যের সঙ্গে শিল্পচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। ফলে আধুনিকতা এবং বিশ্বশিল্প ধারার নামে আমাদের দেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে উম্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে সেই উম্মাদনার মাঝে নিজেদের ঐতিহ্যকে কিছুটা হলেও স্মরণ করিয়ে দিতে সক্ষম হচ্ছে এই বিভাগ। ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা চর্চার এই বিভাগের জন্মলগ্ন থেকে শিক্ষক হিসেবে যারা কর্মরত ছিলেন তারা হলেন: সাবেক অধ্যক্ষ জনাব শফিকুল আমীন, অধ্যাপক জনাব রশিদ চৌধুরী, অধ্যাপক জনাব আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক জনাব মু. আবুল হাশেম খান এবং জনাব শওকাতুজ্জামান। উল্লেখ্য যে,জনাব শওকাতুজ্জামান সহযোগী অধ্যাপক পদে কর্মরত অবস্থায় ২০০5 সালে দুরারোগ্য ব্যাধিতে অকাল মৃত্যুবরণ করেন।

বর্তমানে প্রাচ্যকলা বিভাগে শিক্ষকতার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, অধ্যাপক জনাব নাসরীন বেগম, সহকারী অধ্যাপক জনাব আব্দুল আযীয, জনাব মলয় বালা, জনাব মিজানুর রহমান ফকির, জনাব

কান্তিদেব অধিকারী এবং জনাব গোপাল চন্দ্র ত্রিবেদী। উল্লেখিত শিক্ষকবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রাচ্যকলা বিভাগ সকল ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষকবৃন্দের কর্মদক্ষতা, সৃজনী প্রতিভা, দেশী বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কর্মশালা এবং প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ ও পুরস্কার অর্জন দেশে বিদেশে সুখ্যাতি ও সম্মান বৃদ্ধি করেছে। প্রাচ্যকলা বিভাগ এই সুখ্যাতি ও সম্মানের কথা, নিজেদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পধারার কথা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। এই বিভাগে চার বছর মেয়াদি বি.এফ.এ. সম্মান এবং দুই বছর মেয়াদি এম.এফ.এ. কোর্স চালু আছে। এইচ.এস.সি. পাশ ও ভর্তি পরীক্ষায় উর্ত্তীণ যে কোন ছাত্র-ছাত্রী এই বিভাগে ভর্তি হতে পারে এ ছাড়াও এম.ফিল ও পিএইচ.ডি কোর্স সমূহ চালু রয়েছে।

● **পাঠক্রম** : (সহায়ক পাঠক্রম এবং অতিরিক্ত পাঠক্রম)

ক) বি.এফ.এ অনার্স কোর্স : ৪ বছর

খ) এম.এফ.এ কোর্স : ২ বছর

গ) এম.ফিল. কোর্স : ২ বছর

গ) পিএইচ.ডি কোর্স : ৪ বছর : ৫ বছর (খণ্ডকালীন)

উপরের দুটি (ক ও খ) কোর্সে ব্যবহারিক এবং তত্ত্বীয় বিষয় অন্তর্ভূক্ত আছে। বি.এফ.এ অনার্স কোর্সের তত্ত্বীয় বিষয়গুলো হলো বাংলাদেশের শিল্প সভ্যতার ইতিহাস, উপকরণ ও করণকৌশল। নন্দনতত্ত্ব, বাংলাদেশের এবং এশিয়ার শিল্পকলা-

প্রভৃতি তত্ত্বীয় বিষয়গুলো এম.এফ.এ কোর্সের অন্তর্ভূক্ত। গ ও ঘ দুটি কোর্সে এমফিল ও পিএইচ.ডি-এর নিয়ম মেনে চলবে।

● **আউট ডোর স্টাডি** : এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্যসূচী অনুযায়ী অনুষদের বাইরে চিড়িয়াখানা, ঐতিহাসিক স্থাপনা বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং অন্যান্য স্থানে অনুশীলন প্রকৃতি, পশুপাখি, জীবজন্তু প্রভৃতি অনুশীলন।

● **জয়নুল উৎসব এবং বার্ষিক প্রদর্শনী :** ২৯ ডিসেম্বর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্ম বার্ষিকী আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপনের অংশ হিসেবে শুরু হয় ছাত্রদের বার্ষিক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী। এরই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় ছোটদের ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা, সেমিনার, শিল্পাচার্যের জীবনের উপর আলোচনা, বাউল সঙ্গীত পরিবেশনা এবং সাত দিন ব্যাপী মেলা। ১৯৮৯ থেকে অনুষদ চৈত্রসংক্রান্তী এক পহেলা বৈশাখ উদযাপন করে আসছে মঙ্গল শোভা যাত্রা, বৈশাখী উৎসব প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে।

● **কর্মশালা** : এই বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনী প্রতিভা বিকাশে সহায়তার জন্য শিক্ষকবৃন্দ প্রতিবছর কর্মশালার আয়োজন করে থাকে।

● **শিক্ষা সফর :** শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীদের দেশের ভিতরে এবং দেশের বাইরে ভারত নেপাল, পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ পাঠ্যসূচীর অংশ।

● **জয়নুল গ্যালারি (১ ও ২)** : অনুষদের ছাত্র-ছাত্রী ও ফ্রিল্যান্স শিল্পীরা নিয়মিত অনুষদের দুটি স্থায়ী গ্যালারিতে চিত্র প্রদর্শন করে দেশের শিল্পচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

● **গবেষণা কার্যক্রম** : শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই এবং প্রবন্ধ রচনা করেন। স্বীকৃত জার্নালে তাঁরা তাঁদের মৌলিক গবেষণা প্রকাশ করে থাকে। এ ছাড়া দেশে এবং দেশের বাইরে তাদের একক এবং যৌথ প্রদর্শনী গবেষণা প্রকাশনার সমতুল্য।

● **গ্রন্থাগার** : অনুষদের গ্রন্থাগারটি শিল্পকলা সহ অন্যান্য বিষয়ের বই দ্বারা সমৃদ্ধ।

● **ছাত্রাবাস** : শহীদ শাহনেওয়াজ হল স্যার এ এফ রহমান হলের বর্ধিত ভবন। এ ছাড়া ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন হলে থেকে পড়াশোনা করতে পারে। ছাত্রীরা রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হল, বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল, নবাব ফয়জুন্নেসা হল এবং বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে থাকে।

প্রাচ্যকলা বিভাগ

চারুকলা অনুষদ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বি. এফ. এ (সম্মান) কোর্সের পাঠ্যক্রম

প্রথম বর্ষ ॥ মোট নম্বর : ৭০০ ক্রেডিট ৫৮

বিষয়:	মান বন্টন : ক্লাস+ স্কেচ খাতা+পরীক্ষা = মোটনম্বর (ক্রেডিট)
১। ড্রইং : কোর্স-OA ১০১	(ক) মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্টাডি। ৪০+১০+৫০=১০০(১০) (খ) প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, স্টাডি। (গ) তৈজসপত্র, ফুল, লতা, পাতা, গাছের বিভিন্ন অংশ ও অন্যান্য বস্তু। মাধ্যম ; পেন্সিল, কালিকলম।
২। স্কেচ : কোর্স- OA ১০২	জড়জীবন, ফুল, লতা পাতা, গাছ-পালা, ৪০+১০+৫০=১০০(১০) প্রকৃতি, প্রাণী, ক্লোজআপ স্টাডি, প্রভৃতি। মাধ্যম : পেন্সিল, কালিকলম।
৩। বেসিক ডিজাইন: কোর্স- OA ১০৩	জ্যামিতিক নক্সা, লোকজ নক্সা, টেক্সটাইল ডিজাইন, পেপার কোলাজ, আলপনা, মানুষ পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, ফুল, লতা-পাতা ও প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তু অবলম্বনে নক্সা। ৫০+৫০=১০০(১০) মাধ্যম : কালি, তুলি, বিভিন্ন রং, রঙিন কাগজ।
৪। পরিপ্রেক্ষিত : কোর্স - OA ১০৪	চেয়ার, টেবিল ও নানা-আকৃতির বস্তু, ঘরবাড়ি ৫০+৫০=১০০(১০) নিসর্গ, রাস্তা প্রভৃতি। মাধ্যম : পেন্সিল, কালিকলম, জল রং, এক্রেলিক।

৫। অনুশীলন ও		৫০+৫০=১০০(১০)
কম্পোজিশন :	মানুষ, পশু পাখি, কীট-পতঙ্গ, যাদুঘরে রক্ষিত	
কোর্স- OA ১০৫	সামগ্রী ও প্রকৃতির যে কোন বিষয়।	
	(এ সকল বিষয়কে স্টাডির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ চিত্রে রূপ দিতে হবে।)	
	মাধ্যম : পেন্সিল, কালিকলম, কালিতুলি, জলরং ইত্যাদি।	

মান বন্টন : ক্লাস+পরীক্ষা+মৌখিক = মোটনম্বর (ক্রেডিট)

৬। বাংলাদেশের শিল্প	(ক) বাংলাদেশের লোক শিল্প	১৫+৭৫+১০= ১০০(৪)
ও সংস্কৃতি এবং	(খ) নিকট প্রাচ্য,মধ্য প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের শিল্প।	
প্রাচ্যশিল্পের ধারণা:		
কোর্স- OA ১০৬।		

৭। সভ্যতার ইতিহাস :	সভ্যতা ও সংস্কৃতি, প্রাগৈতিহাসিক যুগ, গ্রীক সভ্যতা,	
ও শিল্পকলা	প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা, মেসোপটেমিয়া সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা,	
কোর্স- OA ১০৭	রোমান সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা।	১৫+৭৫+১০= ১০০(৪)

প্রাচ্যকলা বিভাগ

চারুকলা অনুষদ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বি. এফ. এ (সম্মান) কোর্সের পাঠ্যক্রম

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ মোট নম্বর : ৫০০ ক্রেডিট ৪৪

বিষয়ঃ	মান বন্টন : ক্লাস+পরীক্ষা = মোটনম্বর (ক্রেডিট)
১। ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্মের অনুশীলন : কোর্স OA ২০১।	বিশ্বের বিখ্যাত শিল্পীদের অঙ্কিত প্রতিকৃতি, প্রকৃতি সম্বলিত পূর্ণচিত্রের অনুকরণ (মুঘল বেঙ্গলস্কুল, বাসুলী, কাংড়া, জাপানী ও চাইনিজ প্রভৃতি। মাধ্যম : জল রঙ, পোস্টার, টেম্পারা, গোয়াশ ইত্যাদি। ৫০+৫০=১০০(১০)
২। জলরং চিত্র : কোর্স OA ২০২	প্রাকৃতিক বিষয়কে অবলম্বন করে চিত্র রচনা। ৫০+৫০=১০০(১০) মাধ্যম : জল রঙ, পোস্টার, টেম্পারা গোয়াশ ইত্যাদি।
৩। ওয়াশ পদ্ধতিতে কম্পোজিশনঃ কোর্স OA ২০৩	মানুষ, জীবজন্তু ,পাখি এবং গাছপালার আকর্ষণীয় অংশ অবলম্বন। ৫০+৫০=১০০(১০) করে ওয়াশ বা ধোয়া পদ্ধতিতে চিত্রাংকন। মাধ্যম : জল রঙ।
৪। জড়জীবন : কোর্স OA ২০৪	ক্লাশে উপস্থাপিত বিষয়কে যেমন ড্রাপারি, বোতল, ফুলদানি এবং ব্যবহারিক অন্যান্য বিষয়কে অবলম্বন করে চিত্রাংকন । মাধ্যম : পেন্সিল, জল রঙ, এক্রেলিক, পোস্টার, টেম্পারা প্রভৃতি। ৫০+৫০=১০০(১০)

	মান বন্টন : ক্লাস+পরীক্ষা+মৌখিক = মোটনম্বর (ক্রেডিট)
৫। শিল্পকলার ইতিহাস (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য): কোর্স OA ২০৫	(ক) ইসলামিক শিল্পকলা, ১৫+৭৫+১০=১০০(৪) (খ) খ্রিস্টান, বাইজান্টাইন, গথিক, রোমানেস্ক,রেনেসাঁ শিল্পকলা।

প্রাচ্যকলা বিভাগ

চারুকলা অনুষদ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বি. এফ. এ (সম্মান) কোর্সের পাঠ্যক্রম

তৃতীয় বর্ষ ॥ মোট নম্বর : ৫০০ ক্রেডিট ৪৪

বিষয়:	**মান বন্টন : ক্লাস+পরীক্ষা= মোটনম্বর (ক্রেডিট)**
১। ফিগার ড্রইং : কোর্স OA ৩০১	মডেল দেখে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বসা কিংবা দাঁড়ানো নর-নারী কিংবা জীব-জন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং পূর্ণাঙ্গ শরীরের ড্রইং। ৫০+৫০=১০০(১০) মাধ্যম : পেন্সিল, কালিকলম, ব্রাশ, চারকোল প্রভৃতি।
২। কম্পোজিশন : কোর্স OA ৩০২	পছন্দের একাধিক বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে সৃজনশীল কম্পোজিশন (নর-নারী এবং জীবজন্তুর সাহায্যেও করা যাবে) ৫০+৫০=১০০(১০) মাধ্যম : পোস্টার, জল রং, এক্রেলিক, টেম্পারা প্রভৃতি।
৩। ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং: কোর্স OA ৩০৩	চারুকলার প্রাঙ্গন অথবা বাইরের যে কোন পছন্দনীয় প্রাঙ্গনকে অবলম্বন করে চিত্রাংকন। ৫০+৫০= ১০০(১০) মাধ্যম : জল রং, এক্রেলিক, টেম্পারা প্রভৃতি।
৪। ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্মের অনুশীলন : কোর্স OA ৩০৪	মুঘল এবং বেঙ্গলস্কুল-এর চিত্রকর্মের হুবহু অনুশীলন করা। মাধ্যম : জল রং, টেম্পারা, গোয়াশ প্রভৃতি। ৫০+৫০=১০০(১০)
	মান বন্টন : ক্লাস+পরীক্ষা+মৌখিক = মোটনম্বর (ক্রেডিট) ১৫+৭৫+১০=১০০(৪)
৫। দক্ষিণ এশীয় শিল্পকলা: কোর্স OA ৩০৫	(ক) ভারতীয় উপমহাদেশ : সিন্ধু,মৌর্য,সুঙ্গ,কুশান,গুপ্ত,পাল, এবং মুসলমান শাসনামল(পাল, সেন, সুলতানী, পাঠান, মুঘল, প্রভৃতি শাসন আমলের প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত। বাংলাদেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ইতিহাস। (খ) নেপাল : তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি অঞ্চলের শিল্পকলা।

প্রাচ্যকলা বিভাগ

চারুকলা অনুষদ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বি. এফ. এ (সম্মান) কোর্সের পাঠ্যক্রম

চতুর্থ বর্ষ ॥ মোট নম্বর : ৫০০ ক্রেডিট ৪১

বিষয়:	**মান বন্টন : ক্লাস+পরীক্ষা = মোটনম্বর (ক্রেডিট)**
১। সৃজনশীল ড্রইং : কোর্স OA ৪০১	মানুষ,পশু-পাখি,জীবজন্তু এবং প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন পূর্বক রেখার সাহায্যে সৃজনশীল ড্রইং। মাধ্যম :কলম, পেন্সিল, চারকোল জল রং, এক্রেলিক, গোয়াশ, টেম্পারা প্রভৃতি। ৫০+৫০=১০০(১০)
২। সৃজনশীল কম্পোজিশন: কোর্স OA ৪০২	পছন্দের একাধিক যে কোন বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে সৃজনশীল কম্পোজিশন ৫০+৫০=১০০(১০) মাধ্যম : জল রং, এক্রেলিক, টেম্পারা প্রভৃতি।
৩। মিনিয়েচার পেইন্টিং: কোর্স OA ৪০৩	মুঘল মিনিয়েচারের রীতি পদ্ধতি অনুসরণে বিভিন্ন বিষয়ে চিত্রাংকন (অনুকরণ নয়)। ৫০+৫০=১০০(১০) মাধ্যম : জল রং, এক্রেলিক, টেম্পারা প্রভৃতি।
৪। ক্যালিগ্রাফি : কোর্স OA ৪০৪	ছড়া,কবিতা,চিরন্তন বাণী,ধর্মীয় উপদেশ অথবা শ্রেনি শিক্ষক কর্তৃক নির্ধরিত বিষয়কে অবলম্বন করে ক্যালিগ্রাফি চিত্র অংকন। ২৫+২৫= ৫০(৫) (চিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে এমন ডিজাইন বা নক্শা ব্যবহার করতে হবে)। মাধ্যম : জল রং, এক্রেলিক, টেম্পারা প্রভৃতি।

৫। শিল্প-উপকরণ ও করণকৌশল : কোর্স OA ৪০৫

বিভিন্ন উপকরণ ও তার ব্যবহার সম্পর্কে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে হবে। শিল্প সংরক্ষণ, শিল্প সংরক্ষণের ইতিহাস, সংরক্ষণ নীতি, মূল, জৈব এবং অজৈব রসায়ন, পরিবেশ এবং জলবায়ু সংক্রান্ত রসায়ণ, শিল্পের প্রতিরোধমূলক সংরকক্ষণ, প্রমাণ রচনা এবং করণকৌশল অনুশীলন, উপকরণ ও করণকৌশল এবং শিল্পের অপসংস্থান, শিল্পের ক্ষয়প্রাপ্তি, চিত্রের সংরক্ষণ তেল রং, টেম্পারা, গোয়াশ, জলরং, ছাপচিত্র এবং রেখাচিত্র ও ভিত্তি চিত্র) সম্পর্কেও লিখতে হবে। ২০+৩০=৫০(২)

মান বন্টন : ক্লাস+পরীক্ষা+মৌখিক = মোটনম্বর (ক্রেডিট)

৬। পাশ্চাত্য শিল্পকলার ইতিহাস: কোর্স OA ৪০৬

১৫+৭৫+১০=১০০(৪)

ম্যানারিজম, বারোক, রকোকো, নিওক্লাসিসিজম, রোমান্টিসিজম, রিয়েলিজম, ইম্প্রেশনিজম, পোষ্ট-ইম্প্রেশনিজম,সিম্বলিজম, এক্সপ্রেশনিজম, ফভিজম, কিউবিজম,ফিউচারিজম, দাদাইজম, সুরিয়ালিজম, এ্যাবস্ট্রাক্ট এক্স-প্রেশনিজম, পপ আর্ট, মিনিমালিজম, কনসেপচুয়ালিজম।